নেটে কাজের কান্ডারি

সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে। ফলে মানুষের আবার ঘরবন্দি হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ছে। তা বলে কাজ থেমে থাকে না। তাই মোবাইলেই সেরে ফেলুন জরুরি আর্থিক দায় বা মিটিয়ে দিন বিভিন্ন বিল, পাঠান টাকা। কী ভাবে? খোঁজ নিলেন **দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত ও মেধা রায়**

দেশে নগদহীন লেনদেনে ব্যবহার গত কয়েক বছর ধরেই বাড়ছিল, বিশেষত নোট বাতিলের পর থেকে। করোনার মধ্যে এখন তা বাড়ছে আরও দ্রুতগতিতে। বাড়িতে অফিসের কাজ যেমন চলছে, তেমনই চলছে খাবার বা পণ্য অর্ডার করে তার টাকা মেটানো। আবার কাউকে টাকা পাঠাতে চাইলে মোবাইলেই সেরে ফেলা যাচ্ছে সেই কাজ। এমনকি সরকারি কাজের জন্যও আর দফতরে দফতরে দৌড়োদৌড়ি করার দরকার পড়ছে না। তবে হ্যাঁ, এ সবের জন্য চাই নির্দিষ্ট কিছু অ্যাপ, যেমন ভীম ইউপিআই বা উমঙ্গ। এই দুই অ্যাপ নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

ভীমের পরিচয়

ভারত ইন্টারফেস ফর মানি বা সংক্ষেপে ভীম। এটি সরকারের একটি মোবাইল অ্যাপ। যা কাজ করে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার (এনপিসিআই) তৈরি করা ইউপিআই অর্থাৎ ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস ব্যবস্থার উপরে ভিত্তি করে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও ওয়ালেট সংস্থার যেমন নিজস্ব ইউপিআই অ্যাপ রয়েছে, এটি তেমন এনপিসিআইয়ের ইউপিআই অ্যাপ। নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য কাউকে না-জানিয়েও ভীমের মাধ্যমে অন্যকে টাকা পাঠানো বা অন্যের থেকে টাকা চাওয়া যায়। মেটানো যায় বিলও।

অ্যাকাউন্ট চালু

ভীমের পরিষেবা নিতে গেলে আগে সেই ইউপিআই অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এ জন্য—

■ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে গুগল প্লে স্টোর অথবা আই ফোনের অ্যাপ স্টোর থেকে ভীম (BHIM) অ্যাপ ডাউনলোড করুন।

■ বাছুন পছন্দের ভাষা (ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি)।

■ যে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টটি ভীমের সঙ্গে যুক্ত করতে চান, সেই ব্যাঙ্কটি এনপিসিআইয়ের ইউপিআই পরিষেবার তালিকায় থাকতে হবে। অ্যাকাউন্ট যোগ করার সময়েই তা দেখতে পাবেন। এখন প্রায় সব ব্যাঙ্কই এই পরিষেবা দেয়।

■ যে অ্যাকাউন্ট ইউপিআইয়ে ব্যবহার করবেন, তার সঙ্গে মোবাইল নম্বরও যুক্ত থাকতে হবে। থাকতে হবে ডেবিট কার্ডও।

■ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর ভীম অ্যাপেও নথিভুক্ত করুন। সেই মোবাইলে এসএমএস আসবে।

■ অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য চার সংখ্যার পাসকোড তৈরি করুন। মনে রাখবেন প্রতিবার অ্যাপের অ্যাকাউন্ট খুলতে এটি কাজে লাগবে।

■ এ বার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টটি বেছে তাকে ভীমের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত (লিঙ্ক) করতে হবে।

■ লেনদেনের সুরক্ষার জন্য অ্যাপের (ইউপিআই) আরও একটি চার সংখ্যার পিন তৈরি করতে হবে। এটি তৈরির সময়ে ডেবিট কার্ড সম্পর্কে (শেষ ছয় সংখ্যা, কত দিন পর্যন্ত চালু ইত্যাদি) বেশ কিছু তথ্য দিতে হবে। ফলে তা হাতের কাছে রাখুন।

■ এর পরে তৈরি করতে হবে ভার্চুয়াল পেমেন্টস অ্যাড্রেস' (ভিপিএ)। যাকে 'ইউপিআই আইডি'-ও বলা হয়। এটি মোবাইল নম্বর দিয়ে (1234567890@upi) বা অক্ষর ও সংখ্যা দিয়ে (abc1023@upi) তৈরি করা যায়।

■ টাকা পাঠানো বা বিল মেটানোর সময়ে উল্টো দিকের ব্যক্তি শুধুমাত্র এই আইডি-ই জানতে পারবেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর বা তথ্য নয়।

লেনদেন কী করে

■ চার সংখ্যার অ্যাপ-অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড দিয়ে ভীম অ্যাপ খুলুন।

■ ব্যক্তি বা সংস্থাকে টাকা পাঠাতে হলে তাদের ভিপিএ নিজের অ্যাকাউন্টে জুড়ে নিন। তবে তাদের ভিপিএ না-থাকলে জেনে নিতে হবে ব্যাঙ্কের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড। তার পরে সেগুলি জুড়তে হবে।

■ সাধারণত 'সেন্ড' অপশনে গিয়ে টাকা পাঠাতে হয়। অথবা যাঁদের বা যে সব সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত লেনদেন করবেন, তাদের নাম 'ফেভারিট' বলে আলাদা তালিকায় রাখতে পারেন।

■ বিভিন্ন বিল মেটাতে সেই সব পরিষেবা এবং সংস্থার তালিকা নিজের অ্যাকাউন্টের 'ভারত বিল পে' অংশে গিয়ে 'পে বিলস' অপশনে দেখতে পাবেন।

■ যে বিল মেটাতে চান, সেই পরিষেবার গ্রাহক নম্বর-সহ নানা তথ্য চাওয়া হবে। তা দিলেই বিল দেখতে পাবেন। সেটা মিলে নির্দেশমতো এগোলে টাকা মেটাতে পারবেন।

■ অ্যাকাউন্টে রিকোয়েস্ট মানি-তে গিয়ে তালিকায় থাকা গ্রাপককে টাকার অঙ্ক লিখে টাকা চাওয়ার আর্জি জানাতে হবে।

■ তালিকায় ব্যক্তির নাম না-থাকলে টাকা চাওয়ার সময়ে ইউপিআইডি উপরের সাত অংশ টাইপ করতে হবে।

■ যে কোনও লেনদেন শেষে অবশ্যই লগআউট করুন।

ভীমের সুবিধা

■ নগদহীন লেনদেন। ফলে করোনার আবহে হাতে হাতে টাকা-পয়সা দিতে হয় না। ছোঁয়াচ বাঁচানো যায়।

■ লেনদেনের সময়ে ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহারও করতে হয় না। আগে না মোবাইল ওয়ালেটের মতো আগে থেকে টাকা ভরতেও।

■ টাকা পাঠাতে বা চাইতে গেলে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএসসি-কোড জানানোর দরকার পড়ে না। ফলে সেই তথ্য গোপনই থাকে।

■ সাধারণত, মোবাইল নম্বর@upi (উদাহরণ: ১২৩৪৫৬৭৮৯০@upi) দিয়ে ভিপিএ তৈরি হয় বলে তা মনে রাখা সহজ। তবে চাইলে নাম দিয়ে বা অন্য ভাবেও আইডি তৈরি করা যায়।

■ টাকা পাঠানোর মতো ভীম দিয়ে তা চাওয়াও যায়।

■ অ্যাপ-অ্যাকাউন্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকের নিজস্ব একটি কিউ-আর কোড তৈরি হবে। তা স্ক্যান করেও টাকা পাঠানো সম্ভব। লেনদেনের পরে এর মাধ্যমে দাম মেটানো যায়। নগদ টাকা দিতে হয় না।

■ ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অ্যাপ ব্যবহার করা যায়।

■ নেটের মাসুল ছাড়া খরচ নেই।

মাথায় রাখুন

ভীম বা ইউপিআই-অ্যাপের ক্ষেত্রে কিছু কথা অবশ্যই মাথায় রাখা জরুরি। যেমন—

■ যে-ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট রয়েছে, ভীম-এর তালিকায় সেই ব্যাঙ্কের নাম থাকতে হবে। এখন প্রায় সব ব্যাঙ্কই এই পরিষেবা দেয়।

■ ভীমের সঙ্গে এখন একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যুক্ত করা যায়। চাইলে তা পাল্টানোও সম্ভব।

■ শুধু মোবাইল নম্বরের ভিত্তিতে (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আইএফএসসি-কোড ইত্যাদি বাদ দিয়ে) লেনদেন করতে প্রেরক এবং প্রাপক, দু'জনেরই ভীম অ্যাপ থাকতে হবে।

■ এই অ্যাপ না-থাকা কাউকে টাকা পাঠাতে চাইলে তাঁর অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি-কোড লাগবে।

■ প্রতি লেনদেনে সর্বাধিক ৪০ হাজার টাকা পাঠানো বা নেওয়া যাবে।

■ ২৪ ঘণ্টাতেও (রাত ১২টা থেকে পরের দিন রাত ১১টা ৫৯ পর্যন্ত) ৪০ হাজারের বেশি নয়। যদিও ২৪ ঘণ্টায় ক'টি লেনদেন করা যাবে, তা ঠিক করবে গ্রাহকের ব্যাঙ্ক।

■ মোবাইলে দু'টি সিম কার্ড থাকলে, কোনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত, লেনদেনের সময়ে তা খেয়াল রাখুন।

■ ফোন পাল্টালে নতুন মোবাইলে অ্যাপটি ফের ডাউনলোড করে নতুন করে নথিভুক্ত হতে হবে।

■ নতুন ফোনের মোবাইল নম্বর, আইএমইআই নম্বর এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই করবে এনপিসিআই। আপনার ভিপিএ একই থাকবে।

■ অতিমারির সময়ে বিদেশে যাওয়া প্রায় হচ্ছেই না। তবে গেলেও বিদেশে ভীম বা ইউপিআই কাজ করবে না।

স্মার্ট ফোন না থাকলে

■ ভীম অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে না। তবে এতে ইউএসএসডি-ভিত্তিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। স্মার্ট ফোন এবং সাধারণ ফিচার ফোনে এই পরিষেবা মিলবে।

■ এ জন্য ফোনে *৯৯# কোড ডায়াল করতে হবে। এর মাধ্যমে জানা যাবে অ্যাকাউন্টে কত টাকা রয়েছে। মিলবে টাকা পাঠানো ও চাওয়ার সুবিধাও।

■ তবে এ ক্ষেত্রেও অ্যাকাউন্টের সঙ্গে মোবাইল নম্বর জুড়ে রাখতে হবে।

■ সেই সঙ্গে থাকতে হবে মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ের সুবিধা।

■ ভীম অ্যাপে ভিপিএ-র মতো এ ক্ষেত্রে লাগবে এমএমআইডি কোড।

■ প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ অঙ্ক ৫,০০০ টাকা। তবে দিনে ক'টি লেনদেন গ্রাহক করতে পারবেন, তা ঠিক করবে তাঁর ব্যাঙ্ক।

মোবাইল হারালে

এখন মোবাইলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার অনেকটাই পাওয়া যায় বলে, তা নিয়ে আরও বেশি সতর্ক থাকা জরুরি। যাতে তা না-হারায় অথবা চুরি না-হয়। যদিও তা হয়, সে ক্ষেত্রে—

■ প্রথমেই যে টেলি পরিষেবা সংস্থার সিম-কার্ড ব্যবহার করছেন, তাদের বিষয়টি জানান এবং নিজের মোবাইল নম্বর 'ব্লক' করুন।

■ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করুন।

■ ব্যাঙ্কেও (যাদের অ্যাপ ব্যবহার করেন বা যেটি ভীম বা অন্য ইউপিআই অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত) বিষয়টি জানান।

পরিষেবা পেতে উমঙ্গ

অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি নানা পরিষেবা নেওয়ার দরকার পড়ে আমাদের। কিন্তু করোনাকালে সরকারি কোনও দফতরে গিয়ে সেই পরিষেবা নেওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই সে জন্য হাতের কাছেই রয়েছে উমঙ্গ অ্যাপ। পুরো নাম ইউনিফায়েড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ফর নিউ এজ গভর্ন্যান্স। এতে গ্যাস বুকিং, পিএফ, এনপিএসের মতো পরিষেবা যেমন মেলে, তেমনই একই অ্যাপের মধ্যে রয়েছে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রক এবং দফতরের পরিষেবাও।

নথিভুক্তি কী ভাবে

■ *https://web.umang.gov.in* ওয়েবসাইটে যান।

■ পাতার উপরে ডান দিকে 'লগ ইন'-এ ক্লিক করুন।

■ যে ওয়েবপেজ ভেসে উঠবে, সেখানে তলার দিকে 'নিউ ইউজার'-এ ক্লিক করুন। নথিভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট পাতা খুলবে।

■ নির্দিষ্ট জায়গায় মোবাইল নম্বর লিখে নেক্সট বোতাম টিপুন। এই মোবাইল নম্বর দিয়েই পরবর্তীকালে লগ ইন করতে হবে।

■ মোবাইলে আসা ওটিপি হাতের সামনে রাখুন।

■ মোবাইল নম্বর ভেরিফিকেশনের জন্য যে ওয়েবপেজ খুলবে সেখানে ওই ওটিপি দিন।

■ ওটিপি ঠিক মতো দেওয়া হলে সেট-এমপিন লেখা দেখাবে।

■ সেখানে পছন্দ মতো পিন তৈরি করে লিখুন।

■ পিন যাচাইয়ের জন্য ফের ওই নম্বর দিয়ে কনফার্ম করুন। তার পরে নেক্সট টিপুন।

■ এ বার আসবে সিকিউরিটি প্রশ্ন। এমপিন ভুলে গেলে এই প্রশ্নের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে।

■ দু'টি প্রশ্নের উত্তর লিখে নেক্সট টিপুন। এই প্রশ্ন ও উত্তর অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

■ ফের মোবাইল নম্বর ভেরিফিকেশনের স্ক্রিন খুলবে।

■ সেখানে মোবাইলে আবার আসা ওটিপি দিন।

■ খুলবে উমঙ্গের ওয়েবসাইট।

■ পরের বার থেকে মোবাইল নম্বর এবং এমপিন ব্যবহার করেই ওয়েবসাইটে লগ ইন করা যাবে।

এ ছাড়াও

■ নিজের প্রোফাইলের জন্য ই-মেল দিয়ে থাকলে মেল খুলুন।

■ ইনবক্সে ভেরিফিকেশনের যে ই-মেল আসবে, সেখানে লিঙ্ক খুলে মেল-আইডি উমঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন।

■ চাইলে গুগল, ফেসবুক, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট দিয়েও উমঙ্গে লগ ইন করা যায়।

পরিষেবা কী কী

উমঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা হাতের কাছে পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে—

■ এনপিএস, ইপিএফও, জীবন প্রমাণ, ইএসআইসি ইত্যাদি।

■ আধার, প্যান, পাসপোর্টের মতো বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবা।

■ মুদ্রা যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আর্বানের মতো কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের খবরাখবর।

■ জিএসটিএন, আয়কর।

■ ইন্ডেন, এইচপি, ভারত গ্যাস বুকিং।

■ এ ছাড়া সিবিএসই, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার তথ্য মিলবে এখানে।

■ পাওয়া যাবে কেন্দ্রীয় সরকারি দফতর ও মন্ত্রকের তথ্যও।

■ রয়েছে, ডিজি লকার। সেখানে নিজের বিভিন্ন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো সরকারি নথিপত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জমা রাখতে পারেন।

রয়েছে অ্যাপও

■ মোবাইলে উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমেও এই সব পরিষেবা নেওয়া যায়।

■ এ জন্য অ্যান্ড্রয়েড ফোনে গুগল প্লে স্টোর অথবা আই ফোনে অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে।

■ তার পরে আগের মতোই সেখানে নথিভুক্ত হতে হবে।

পরামর্শের জন্য লিখুন:
'বিনয়', ব্যবসা বিভাগ,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা, পিন-৭০০০০১।
ই-মেল: bishoy@abp.in
ঠিকানা ও ফোন নম্বর জানাতে ভুলবেন না